ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ওয়েভস

টিআইবি নিউজলেটার

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন ২০১৩

গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ও সুশাসিত বাংলাদেশ হোক আমার প্রত্যয়

ভেতরের পাতায়

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব
দুর্নীতি দমন কমিশনকে পরিপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানের দাবি
আইন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন বন্ধ করার আহ্বান
গাজিপুরে বাল্য বিয়ে থেকে রক্ষা পেল কিশোরী সফুরা

নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা

৯০'র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও নানা কারণে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা আজও একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে বারবার ব্যাহত করছে।

বিগত সংসদীয় নির্বাচনসমূহে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও কাউকে ছাড় না দেয়ার মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তা আসন্ন দশম সংসদ নির্বাচনকে ঘিরেও বর্তমান। এই সংঘাতমুখর পরিস্থিতি সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংসদ বহাল রেখে নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিশেষজ্ঞগণ ইতোমধ্যেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে অনড়। সরকার ও বিরোধী দলের এই বিপরীতমুখী অবস্থানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা ও সংঘাত ক্রমবর্ধমানভাবে জাতীয় জীবনে গভীর সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার অনেক উদাহরণ সংসদীয় পদ্ধতির গণতন্ত্র বিদ্যমান এমন অনেক দেশে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ভারত এমনকি নেপালেও নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় গণতন্ত্রের যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে এ বছরের এপ্রিলে টিআইবি একটি সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব করেছিল। প্রস্তাবনায় সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি, এবং নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবনায় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে, বা সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য বিশিষ্টজনদের নিয়ে অনির্বাচিত সরকার, বা নির্বাচিত ও অনির্বাচিত উভয়, শ্রেণির সমন্বয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে।

গণতন্ত্র সুসংহতকরণে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ সর্বোপরি সকল অংশীজনের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। তাই নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা কি হবে তা নিয়ে সৃষ্ট সংকটের সমাধান আমাদেরকেই করতে হবে। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ বিশেষ করে, সর্বস্তরের জনগণ এ সংকটের আশু সমাধান চায়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকেই এই সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্বলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্য থেকে। আর তাই শুধু দেশ শাসন করার জন্য নয়, বরং রাজনীতিবিদদের ওপর অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থার জায়গা থেকেই দেশের জনগণ তাদের পছন্দের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেন সংসদে জনগণের কথা বলার জন্য। আমাদের প্রত্যাশা গণতন্ত্রের এই যাত্রাকে আরো টেকসই ও গতিশীল করতে রাজনৈতিক দলসমূহ পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও সংঘাতের পথ পরিহার করে সমঝোতার ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য দশম সংসদ নির্বাচনের পথ সুগম করবেন। সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ায় আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে টিআইবি'র প্রচারণা

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়াবলী নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি ও প্রচারণার মাধ্যমে সরকারের গোচরীভূত করা টিআইবি'র নিয়মিত কাজের অংশ। এরই আওতায় এপ্রিল-জুন মাসে উল্লেখযোগ্য যে সকল বিষয়ে টিআইবি প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হল:

সম্প্রতি হেফাজত ইসলাম সরকারের কাছে যে ১৩ দফা দাবি তুলে ধরেছে তার মধ্যে কিছু দাবি শুধুমাত্র আধুনিক ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্যই নয়, বরং অসাম্প্রদায়িক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে টিআইবিসহ বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ফোরাম (INGO Forum Bangladesh) এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় ৮ এপ্রিল এক যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এসকল দাবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং সংবাদকর্মী বিশেষ করে, নারী সাংবাদিকদের ওপর নির্লজ্জ আক্রমণের তীব্রনিন্দা ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানায়।

এদিকে সরকার কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার ঘোষণার প্রেক্ষিতে টিআইবি সেতুটি নির্মাণে যেকোন ধরনের দুর্নীতির সম্ভাবনা প্রতিরোধ এবং সর্বোচ্চ মানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছে। ১১ এপ্রিল প্রদত্ত এক বিবৃতিতে টিআইবি উল্লেখ করে, অর্থমন্ত্রী কর্তৃক পদ্মা সেতু নির্মাণে সরকারের পাঁচ বছরের ব্যয়ের পরিকল্পনা ঘোষণা জনগণের জন্য স্বস্তির খবর। তবে, দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থায়ন প্রক্রিয়া থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছে, যথাযথ তদন্তপূর্বক দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানায় টিআইবি।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর চেয়ারম্যানের মেয়াদপূর্তির আগেই নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত আইনগত প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে শুরু করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় টিআইবি। ১৫ মে এক বিবৃতিতে দুদকের চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী নির্ধারিত প্রয়োজনীয় পেশাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রাধান্য, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাছাই ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অহেতুক সময়ক্ষেপণ না করার আহ্বান জানায় টিআইবি।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটে কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ অব্যাহত রাখায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ৪ জুন টিআইবি এক বিবৃতিতে এই বিধান না রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, নামমাত্র করের বিনিময়ে আবাসন খাতে কালো টাকা বৈধ করার যে সুযোগের ইঙ্গিত রয়েছে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের অঙ্গীকারের পরিপন্থী। সরকারের এই অবস্থান অসাংবিধানিক, বৈষম্যমূলক, অনৈতিক ও দুর্নীতি সংঘটনে সহায়ক। অবৈধ অর্থ উপার্জনকারীকে এভাবে আবাসন খাতে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা বৈধ ও সৎ পথে অর্থ উপার্জনকারী নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক। এতে আবাসন খাত আরো প্রকটভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করে টিআইবি।

সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসের ফলে মর্মান্তিক হতাহতের ঘটনার জন্য দোষীদের কোনো প্রকার করুণা বা ভয়ের উর্ধ্বে থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে টিআইবি। একইসাথে নিহতদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সুচিকিৎসা, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানায় টিআইবি। বিশেষ করে, পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষায়িত জরুরি চিকিৎসা ও স্থায়ী পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনে বিজিএমইএ'র প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অন্যদিকে এই ট্রাজেডির পর কিছু বিদেশী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা দুর্নীতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের পরিবর্তে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদেরই শাস্তি প্রদান করবে বলে মনে করে টিআইবি। ১১ জুন এক যৌথ বিবৃতিতে টিআই এর বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া চ্যাপ্টারসমূহ শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগে পোশাক রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা প্রকারান্তরে কর্মীদেরই শাস্তি প্রদানের নামান্তর হবে বলে মত প্রকাশ করে ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান র‍্যাবের বিরুদ্ধে লিমনের মায়ের দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে টিআইবি ২৪ জুন মানবাধিকার পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য কমিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, মানবাধিকার কমিশন অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে লিমনের পরিবারের ওপর মানসিক চাপের সৃষ্টি করেছে, যা অনাকাঙ্খিত ও হতাশাব্যঞ্জক। এহেন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা, গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বলে মনে করে টিআইবি।

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব টিআইবি'র

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নির্বাচনকালীন সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের একটি রূপরেখা প্রস্তাব করেছে। ১২ এপ্রিল ব্র্যাক সেন্টার এ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে "বাংলাদেশের নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা: প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা" শীর্ষক এক কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলা হয় বর্তমান সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে গঠিত একটি সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানসহ অন্যান্য সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং সংসদের মেয়াদ অবসানান্তে রাষ্ট্রপতি উক্ত নির্বাচনকালীন সরকারকে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার আহ্বান জানাবেন। গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে প্রণীত উক্ত কার্যপত্রটিতে মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাতকারসহ বিভিন্ন পরোক্ষ সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়।

ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নেপালের নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার উল্লেখ করে কার্যপত্রে বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী আগামী সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে বলা হয়, দলীয় সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে ধরনের পারস্পরিক আস্থার পরিবেশের প্রয়োজন, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর চর্চা ও আচরণ তার অনুকূল নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী ডকট্রিন অব নেসেসিটিতে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে কার্যপত্রে সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির কাঠামো, গঠন প্রক্রিয়া, কার্যক্রম এবং নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি ও নির্বাচনকালীন সরকার উভয় ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির কাঠামো

কার্যপত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয় বর্তমান সংসদের দুই জোটের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উভয় জোট থেকে সমান সংখ্যক (চার - ছয় বা উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য সংখ্যক) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে এই সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি গঠিত হবে। পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু, ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন জনপ্রতিনিধিকে এই কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। টিআইবি'র প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংসদের স্পিকার কর্তৃক ঐকমত্য কমিটি গঠনের আহ্বানের পর রাজনৈতিক দলগুলো কমিটির সদস্য মনোনয়ন দেবে এবং এরপরই স্পিকার উক্ত কমিটির সভা আহ্বান করবেন। এই কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব।

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানসহ ১১ সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে। তারা উভয় জোটের সাথে আলোচনা

করে গ্রহণযোগ্য একজন নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তিকে নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান হিসেবে মনোনীত করবেন। সংসদের মেয়াদ পূর্তির ৩০ দিনের আগেই এই নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে যেন সংসদের মেয়াদ অবসানান্তে রাষ্ট্রপতির আহ্বানের প্রেক্ষিতে উক্ত নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। টিআইবি'র প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির সার্বিক সমন্বয় ও জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশের জন্য দুইজন যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হবেন যারা কমিটির মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রস্তাবনা অনুযায়ী নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের সাথে সাথে উক্ত সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি অকার্যকর হয়ে যাবে।

নির্বাচনকালীন সরকারের কাঠামো

টিআইবি'র কার্যপত্র অনুযায়ী দুইটি বিকল্প ধরে ঐকমত্য কমিটি নির্বাচিনকালীন সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন করবেন। বিকল্প 'ক' অনুযায়ী ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান এবং তার সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে অন্যান্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবেন। বিকল্প 'খ' অনুযায়ী কমিটি আলোচনার মাধ্যমে প্রথমে ১০ সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত ১০ জনের মধ্যে আলোচনার প্রেক্ষিতে একজনকে সরকার প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন। একজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তি নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান হবেন। উল্লেখ্য, কমিটি কোন সরকার প্রধানের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলে ৩ জন ব্যক্তির একটি তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবেন এবং উক্ত তালিকা থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি একজনকে নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান নিযুক্ত করবেন।

নির্বাচনকালীন সরকারে উভয় জোট থেকে মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে টিআইবি'র কার্যপত্রে তিনটি প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। বিকল্প 'ক' অনুযায়ী উভয় জোট থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিকল্প 'খ' অনুযায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও অনির্বাচিত বা নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বিকল্প 'গ' অনুযায়ী শুধু অনির্বাচিত নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। অন্যদিকে একই

মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে বিগত তিনটি নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের দলীয় অনুপাতের ভিত্তিতে সদস্য মনোনয়নের সূত্র তুলে ধরে টিআইবি বলেছে পূর্বের তিনটি বিকল্পের ক্ষেত্রেই এই আনুপাতিক হার প্রযোজ্য হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য, আস্থাভাজন, পরমতসহিষ্ণু ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার প্রস্তাব করেছে টিআইবি। অন্যদিকে অনির্বাচিত ব্যক্তি মনোনয়নের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, জাতীয়ভাবে প্রশংসিত, সৎ, আস্থাভাজন, দক্ষ পেশাজীবী ও প্রশাসনিকভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিবেচনার প্রস্তাব করেছে টিআইবি।

টিআইবি'র প্রস্তাবনা অনুযায়ী নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে পরবর্তী ৯০ দিন। তবে শুধু গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনাপূর্বক সংবিধানের ১০৬ ধারা অনুসারে আরো সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত উক্ত সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যরা দশম সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বা দায়িত্ব পালন শেষে রাষ্ট্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। এই সরকার শুধু নির্বাচন সংক্রান্ত ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক অপরিহার্য কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে আলোচনা করে নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান মন্ত্রণালয় বণ্টনের বিষয়টি নির্ধারণ করবেন।

টিআইবি প্রস্তাব করেছে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক ভূমিকার পাশাপাশি নির্বাচনকালীন সরকারের শপথ পরিচালনার জন্য প্রধান বিচারপতিকে আমন্ত্রণ জানাবেন; সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিতর্কের সমাধানে পরামর্শ দিবেন; উক্ত সরকারের মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যকে অপসারণের বা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সরকার প্রধানের সাথে পরামর্শক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটকে আহ্বান জানাবেন। প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারের কাঠামো ও কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি এবং টিআইবি'র প্রস্তাব গৃহীত হলে তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ ও প্রয়োজনে এ ব্যাপারে গণভোটের ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বেদে সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় টিআইবি ও সমমনা সংগঠনের সরেজমিন তথ্যানুসন্ধান

চাঁদপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের ৫নং ঘাটের পূর্ব পাশের ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে ২৭০টি বেদে পরিবার বেদে পল্লীতে প্রায় ৬০-৭০ বছর ধরে বসবাস করে আসছে। চিরাচরিত যাযাবর জীবন ছেড়ে তাদের পূর্বপুরুষের আমল থেকে এই স্থানটিতে ছোট ছোট ১০০টি ছাউনিঘর ও ঐ স্থানে ভিড়িয়ে রাখা ১৭০টি নৌকায় বসবাস করে আসছে। তাদের পূর্বপুরুষের আমল থেকেই পুরুষরা মাছধরা ও নারীরা থালাবাসন এবং চুড়ি-ফিতা ইত্যাদি ফেরী করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। হঠাৎ করে গত ১৭ মার্চ স্থানীয় প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তি ২০/২২ জন সন্ত্রাসী সাথে নিয়ে এসে জানায় এ জমি তারা বিআইডব্লিউটিএ'র কাছ থেকে লীজ নিয়েছে। তাই অবিলম্বে বেদেদের জায়গা খালি করে দিতে হবে। তবে তারা লিজের স্বপক্ষে কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এ সময় তারা প্রত্যেক ঘরের জন্য প্রতি মাসে ১৫/২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। সেটি দিতে অস্বীকৃতি জানালে অতর্কিতে নারী ও শিশুদের ওপর হামলা করে। যার ফলে কয়েকজন নারী মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়। সেইসাথে বেশ কয়েকটি ছাউনিঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাদের সামান্য যা সহায় সম্পদ ছিল তা পুড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে আক্রান্তরা চাঁদপুর মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে থানা মামলা না নিয়ে সেটিকে জিডি আকারে গ্রহণ করে। হামলার খবর পরদিন স্থানীয় কয়েকটি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। পরদিনই ঐ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ বেদে সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে একটি মানববন্ধন করে।

বেদে পল্লীর এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তায় সহায়তা চেয়ে ভূমি, মানবাধিকার, আইন সহায়তা ইস্যুতে কাজ করে এমন কিছু বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা চান। যার প্রেক্ষিতে এএলআরডি, ব্লাস্ট, একশন এইড বাংলাদেশ, নিজেরা করি ও টিআইবি'র একটি যৌথ প্রতিনিধি দল তথ্যানুসন্ধানের জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তথ্যানুসন্ধান দল এরপর ঐ জমিটির স্বত্ব যাচাইয়ের জন্য বেদে পল্লী, ভূমি প্রশাসন, বিআইডব্লিউটিএ, স্বত্ব দাবিকারী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে। স্থানীয় ভূমি প্রশাসনের তহশীল অফিস ও এসিল্যান্ড অফিসের কর্তব্যরত কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা যায়, ঐ জায়গাটি সরকারের ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত যেটি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমতা কেবলমাত্র ভূমি প্রশাসনেরই। তারা আরো জানান কোনো প্রকার বন্দোবস্ত তারা কাউকে দেননি। বেদেদেরকে ঐ জায়গাটি বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব হলে তা করা হত কিন্তু যেহেতু ওটি বছরে ৫-৬ মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে তাই নিরাপত্তাজনিত কারণে সেটি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এসিল্যান্ড অফিসের দায়িত্বরত ইউএনও আশ্বস্ত করেন, বেদে সম্প্রদায় যদি বন্দোবস্তের আবেদন করে তা হলে প্রশাসন বিবেচনা করবে। তথ্যানুসন্ধান দলের পরিদর্শনের পর থেকে বেদে পরিবারগুলোকে ভূমি সংক্রান্ত আর কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তারা তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় বাস করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

দুদককে পরিপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানের দাবি সুশীল সমাজের

বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর সাফল্য অর্জন করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে পরিপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিতে হবে। দুদকের বাজেটকে সরকারের দায়মুক্ত তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করে এর পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবিলম্বে সংসদে বিবেচনাধীন দুদক খসড়া সংশোধনী আইনটি সংশ্লিষ্টদের মতামতের ভিত্তিতে তা অনুমোদনের উদ্যোগ নিতে হবে। দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে স্বাধীন, শক্তিশালী দুদকের কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীন ও শক্তিশালী দুদকের পাশাপাশি জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের আলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারসহ প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন অব্যাহত রাখতে হবে। ৯ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ সকল অভিমত ব্যক্ত করেন।

গোলটেবিল বৈঠকে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের উদ্যোগ, সাফল্য, ব্যর্থতা, চ্যালেঞ্জ ও সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রতিবেদনের সারাংশ উপস্থাপন করেন টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাম্মী লায়লা ইসলাম। প্রতিবেদনে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ, অপরাধ নির্ধারণ ও আইনের প্রয়োগ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশ জাতিসংঘ দুর্নীবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস (বিসিজিএ), সনদ বাস্তবায়নের

জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ; তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন গঠন; জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ সংক্রান্ত সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট পূরণ ও জমা দান; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন; সনদের সাথে সঙ্গতি বিধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, "দুর্নীতি থামাতে হলে সর্বস্তরের মানুষকে দুর্নীতিকে না বলতে হবে। সরকার দুর্নীতি কমানোর জন্য তথ্য সরবরাহকারীর সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেছে। এ আইনের মাধ্যমে যে কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারি দুর্নীতি সম্পর্কে যে কোনো তথ্য প্রকাশ করে দুর্নীতি প্রতিরোধে কাজ করতে পারে। তথ্য প্রদানকারীকে সুরক্ষার জন্যই এ আইন করা হয়েছে।" বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দুদকের তৎকালীন চেয়ারম্যান গোলাম রহমান বলেন, "দুদকের যাবতীয় নিয়োগ ও পদায়ন স্বচ্ছতা ও আইনানুগভাবে হয়েছে।" টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "আইন ও নীতিমালার পরিবর্তন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে যে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব একথা আজ বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের আলোকে এ পর্যন্ত গৃহিত সরকারি পদক্ষেপসমূহ প্রশংসনীয় হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। টিআইবি জনগণের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।"

গোলটেবিল বৈঠকে টিআইবি'র পক্ষ থেকে ২৫ দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছ এবং সুসংগঠিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল সংগ্রহ, বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি।

আইন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন বন্ধ করার আহ্বান

বিরোধী দল কর্তৃক জাতীয় সংসদ বর্জনের ধারা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে টিআইবি সংসদের কার্যকর বৃদ্ধিকল্পে ১৮ দফা সুপারিশ করেছে। 'পার্লামেন্ট ওয়াচ - নবম জাতীয় সংসদের অষ্টম-পঞ্চদশ অধিবেশন' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে ২ জুন ঢাকায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সুস্থ ও ইতিবাচক বিতর্ক বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে নবম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাংলাদেশে গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে একটি বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসদ বর্জনের এই সংস্কৃতি সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চায় বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, যা একদিকে যেমন বিব্রতকর, অন্যদিকে তেমনি জনগণের ভোট ও রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার পরিচায়ক।"

বর্তমান নবম সংসদের ৮টি অধিবেশনের ১৬৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল মাত্র ১০ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল উল্লেখ করে তিনি প্রধান বিরোধী দলকে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নির্বাচনী অঙ্গীকার ও জন প্রত্যাশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে নিয়মিতভাবে 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে আসছে। বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কাল ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নবম সংসদের ৮ম থেকে ১৫তম অধিবেশন।

নবম সংসদের ৮ম থেকে ১৫তম অধিবেশনের মোট ১৬৩ কার্যদিবসের মধ্যে ২৩% ব্যয়িত হয় বাজেট আলোচনায়, ১৯% সময় ব্যয়িত হয় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনায়, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২২%, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনায় ১১%, এবং আইন প্রণয়নে ৭%। উল্লেখ্য, আইন প্রণয়নে ভারতীয় লোকসভায় ৩০% এবং যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে ৫৫% সময় ব্যয় হয়। আলোচ্য সময়ে সংসদে একটি বিল পাশ করতে ১৩ মিনিট ব্যয়িত হয়। ভারতের লোকসভায় ৬০% বিল পাশের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিলে ১-২ ঘণ্টা সময় ব্যয়িত হয়।

আলোচ্য সময়ে অধিবেশনগুলোতে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ছিল ৬১%। প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৮৬% কার্যদিবস এবং প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা ১.৮৪% কার্যদিবস সংসদে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৬৩ কার্যদিবসের মধ্যে ১৫৩ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করেও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করেছেন। প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদির ভিত্তিতে একজন সংসদ সদস্যের একদিনের অনুপস্থিতির প্রাক্কলিত অর্থমূল্য ৩,৫৫৮ টাকা। সংসদে আলোচনার ক্ষেত্রে অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহারের চর্চা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে সংসদ 'সদস্য আচরণ বিল ২০১০' কে আইন হিসেবে অনুমোদনের দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে টিআইবি'র পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ১৮ দফা সুপারিশমালার মধ্যে অন্যতম হল: আইন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করা; অনুপস্থিতির সময়সীমা ৯০ কার্যদিবেসের পরিবর্তে উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে এনে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করা এবং অনুমোদিত ছুটি ব্যতিত একটানা সাত কার্যদিবসের বেশি অনুপস্থিত থাকা নিষিদ্ধ করা; স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের স্বার্থে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন; বছরে ১৩০ দিন সংসদ কার্যদিবস এবং প্রতি কার্যদিবসের সময় ৬ ঘণ্টা করা; বিধি, প্রবিধান, নীতিমালার খসড়া সম্পর্কে জনমত গ্রহণে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েবসাইট ও গণমাধ্যমে প্রকাশ করা; জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা; আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ে সংসদে আলোচনার বিধান ফিরিয়ে আনা এবং সংসদীয় কমিটি সম্পর্কে স্বার্থের দ্বন্দ্বের অভিযোগ উত্থাপিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

টিআইবি চতুর্থ শেরেবাংলা কাপ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

'দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই' স্লোগানে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে টিআইবি চতুর্থ শেরেবাংলা কাপ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র সার্বিক সহযোগিতায় ১০-১২ মে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সারা দেশের চল্লিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুইশত বিতার্কিক দুর্নীতি ও সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় 'বাংলাদেশের বীজ খাতে সুশাসন' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সীড সার্টিফিকেশন এজেন্সির পরিচালক এ এইচ ইকবাল আহমেদ এবং কর্মশালায় বিতার্কিকের উচ্চারণ ও আচরণ, বিতর্কে জয়ী

হতে হলে করণীয়, বারোয়ারি ও ছায়া সংসদ বিতর্কের প্রধান উপাদান এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি এবং সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী ড.

মো. আবদুর রাজ্জাক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাহাদাত উল্লা এবং টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন উপ-উপাচার্য এবং ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর অধ্যাপক ড. মো. শহিদুর রশিদ ভূঁইয়া।

'রাজনৈতিক দলের আচরণবিধি, ২০১৩' প্রস্তাবনায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্বের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌশিক সুর শ্রেষ্ঠ বক্তা, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নওরীন মোস্তফা তুলি প্রথম রানার-আপ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইয়দ তাইয়া দ্বিতীয় রানার-আপের সম্মান অর্জন করেন।

ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)- এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। টিআইবি ট্রাস্ট্রি বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

উল্লেখ্য, ট্রাস্টি বোর্ড টিআইবি'র সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরাম। বোর্ডের অন্যরা হলেন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপারসন; সেলিনা হোসেন, মহাসচিব; মাহফুজ আনাম, কোষাধ্যক্ষ; সদস্যরা হলেন অ্যাডভোকেট তৌফিক নেওয়াজ, সৈয়দা রুহী গজনবী, এম. হাফিজউদ্দিন খান, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, রোকেয়া আফজাল রহমান, এবং ড. এ.টি.এম. শামসুল হুদা।

মুন্সীগঞ্জ পৌরসভায় নারীর অংশগ্রহণের পথ সুগম করেছে টিআইবি

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে টিআইবি। স্থানীয় সরকারের সাথে টিআইবি'র উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে জনগণের মুখোমুখি অন্যতম যেখানে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সরাসরি জনগণের মুখোমুখি হয়ে জনগণের অভিযোগ এবং দাবি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনগণের মুখোমুখি কর্মসূচি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে, সুবিধাবঞ্চিত নারীরা কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাদের প্রশ্ন ও দাবি তুলে ধরতে পারছেন।

টিআইবি বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৫টি এলাকায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কাজ করছে। এর মধ্যে মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা একটি। জনগণের মুখোমুখি কর্মসূচি মুন্সীগঞ্জ পৌরসভায় নারীর অংশগ্রহণ, নারীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নারীর উন্নয়নকল্পে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা তৈরি করেছে বলে স্থানীয় জনগণ মনে করেন।

প্রতিবছর জনগণের মুখোমুখি কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ বিগত বছর থেকে তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীরা নিজেদের দাবি সক্রিয়ভাবে উপস্থাপন করছেন। যার ভিত্তিতে পৌরসভার পক্ষ থেকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত উত্থাপিত সমস্যা ও তার সমাধানে গৃহিত পদক্ষেপের সংখ্যা সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন পৌরসভার নাগরিকেরা। উদাহরণ হিসেবে নারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাট এবং বাসস্ট্যান্ডে নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট না থাকায় একসময়ে নারীযাত্রীদের দুর্ভোগ ছিলো চরমে। জনগণের মুখোমুখি কর্মসূচিতে প্রথম লঞ্চঘাট ও বাসস্ট্যান্ডে নারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের দাবি জানানো হয়। মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে ইতোমধ্যেই নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে ও বাসস্ট্যান্ডে টয়লেট স্থাপনের জন্য জায়গা অনুসন্ধান করা হচ্ছে বলে পৌরসভার পক্ষ থেকে জনানো হয়েছে।

এছাড়া বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব মুন্সীগঞ্জের দীর্ঘদিনের সমস্যা। বিশুদ্ধ পানির সন্ধানে পরিবারের নারী সদস্যদের দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হতো, যা জনগণের মুখোমুখি কর্মসূচির মাধ্যমে সমাধান হয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয় জনগণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভাষ্যমতে, জনগণের মুখোমুখি কর্মসূচির মাধ্যমেই সর্ব প্রথম নারীদের পক্ষ থেকে পানি সমস্যা সমাধানে পৌরসভার হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। পরবর্তী সময়ে পৌরসভা বিষয়টি সমাধানে প্রতিটি ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে যা তাদের সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

একসময় মুন্সীগঞ্জ পৌর এলাকা নারী নির্যাতন, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত ছিল। এই কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর স্বাধীন ও নির্বিঘ্নে চলাচলেও পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রচারণা, ওয়ার্ড পর্যায়ে সভাসহ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা নারীর অধিকার রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে বলে স্থানীয়রা মনে করেন। বর্তমানে পৌরসভার বিভিন্ন সেবা গ্রহণে নারীরা অধিক সচেতন এবং তৎপর।

পৌরসভার পক্ষ থেকেও নারীর উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে নানা প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। পৌরবাজেটেও এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে বলে জানায় পৌর কর্তৃপক্ষ। এছাড়া মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচিত অধিকাংশ নারী কাউন্সিলর মনে করেন, সনাক কর্তৃক বাস্তবায়িত জনগণের মুখোমুখিসহ অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে পৌরসভার নীতি-নির্ধারণী কার্যক্রমে পুরুষ সহকর্মীর ন্যায় তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন।

মুন্সিগঞ্জ পৌর এলাকায় সচেতন নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে তথ্য ও পরামর্শ ডেস্কের সহায়তায় নারীদের তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি জনগণের মুখোমুখি কর্মসূচি তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আর এভাবেই জেন্ডারভিত্তিক দুর্নীতি রোধে টিআইবি গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

সবুজ জলবায়ু তহবিলে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দাবিতে যৌথ সংবাদ সম্মেলন

সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) এর আসন্ন বোর্ড মিটিংকে সামনে রেখে বাংলাদেশ রাইটস গ্রুপ নেটওয়ার্ক বাপা, সিএসআরএল, ইক্যুইটিবিডি, ক্লিন, এনসিসিবি, হিউম্যানিটিওয়াচ এবং সিএফজি নেটওয়ার্ক যৌথভাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। জাতীয় প্রেসক্লাবে ১৫ জুন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) এর ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে সংশয় ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সবুজ জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তির ব্যাপারে বাংলাদেশের যথাযথ প্রস্তুতির অভাব ও এলডিসি গ্রুপের মধ্যে বাংলাদেশের দুর্বল কুটনৈতিক অবস্থান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ১০ দফা দাবি সম্বলিত একটি ধারণাপত্র গণমাধ্যমের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ পালনের অংশ হিসেবে ৬ জুন বাংলাদেশ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাপা ও সিএফজিএন যৌথভাবে "বাংলাদেশে জিন প্রযুক্তির খাদ্য: নিরাপদ খাদ্য ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব" শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। রাজধানীর আগারগাঁ এর বনভবনে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, কৃষিবিদ,

সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন টিআইবি'র আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রিজওয়ান-উল-আলম।

বরিশালে সিএফজি নেটওয়ার্ক এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

২৯ মে সিএফজিএন এর তৃতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় বরিশালে। সাধারণ সভায় সারা দেশের অঞ্চল ভিত্তিক ৬টি সিএসওপি থেকে ৩০ জনের বেশি সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভায় তারা সিএসওপি সমূহের গৃহীত কর্মসূচিসহ বিসিসিটিএফ

এর আওতাধীন পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়নকৃত বিভিন্ন প্রকল্প অনুসরণ, মূল্যায়ন ও মতামত উপস্থাপন করেন। সভায় নেটওয়ার্ক এর ভবিষ্যত কর্মসূচি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বরিশাল সিএসওপি এর আহ্বায়ক রহিমা সুলতানা কাজল। সিএফজি প্রকল্প এর সমন্বয়কসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপিত

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২২ এপ্রিল বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), গ্রীন ভয়েস, বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক, (বাউইন) ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভর্ন্যান্স নেটওয়ার্ক (সিএফজিএন) ও ট্রান্সপারেন্সি

ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) যৌথভাবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনের আয়োজন করে।

মানববন্ধন থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের প্রতিবেশ, জলবায়ু অভিযোজন ও জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে দশ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। মানববন্ধনে বাপা'র সাধারণ সম্পাদক ড. আব্দুল মতিন ও সিএফজি প্রকল্প সমন্বয়ক জাকির হোসেন খান বক্তব্য রাখেন।

জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে "বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখীন" শীর্ষক এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ইক্যুইটিবিডি, বিপনেট, সিসিডিবি, সিসিডিএফ, সিএসআরএল, এনসিসিবি, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভর্ন্যান্স নেটওয়ার্ক (সিএফজিএন) যৌথ ভাবে দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

প্রদর্শনীতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার ছবি, বিশেষত লবণ পানির প্রবেশ, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তু, জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির বাস্তব চিত্র উঠে আসে। প্রদর্শিত ছবিগুলো বাংলাদেশের মেধাবী তরুণ চিত্রগ্রাহক দিন এম শিবলী প্রায় গত দশ বছর ধরে জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে এইসব ছবিগুলো ধারণ করেন। আয়োজক সকল সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক মোহাম্মাদ আলমগীর হোসেন এই প্রদর্শনীটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

স্মরণ সভা

অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদ এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক চেয়ারপারসন অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২২ মে, বুধবার রাজধানীর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে এক 'স্মরণ সভা ও স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করা হয়। বাপা, ধরিত্রী বাংলাদেশ, সুজন, জাতিসংঘ সমিতি এবং টিআইবি কর্তৃক যৌথ-ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন বরেণ্য সাহিত্যিক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। এছাড়া স্মৃতিচারণ করেন এ এস এম শাহজাহান, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ড. বদিউল আলম মজুমদার, অধ্যাপক রওশন জাহান, অধ্যাপক আবদুল হালিম ও ড. ইফতেখারুজ্জামান।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা ও বেগবান করার লক্ষ্যে সক্রিয় অবদান রেখেছেন, বিশেষ করে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিআইবি'র চলার পথে সকল কার্যক্রমে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহায়তা টিআইবিকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের একজন সাহসী, উদ্যমী অভিভাবক ও পথপ্রদর্শকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে টিআইবি'র বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ম্যানেজমেন্ট এবং সকল সনাক ও ইয়েস এর পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৩

এক মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীরা: দুর্নীতিমুক্ত নগর গড়ার অঙ্গীকার

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৩ উপলক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বরিশাল, খুলনা, গাজীপুর এবং সিলেটে মেয়র প্রার্থীদের অংশগ্রহণে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মেয়র প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা মেনে চলা এবং পরাজিত হলে রায় মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করেন। এছাড়াও প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে সিটি কর্পোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং পরাজিত হলে বিজয়ী মেয়রসহ নির্বাচিত পরিষদকে মহানগরের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করেন। মেয়র প্রার্থীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। উপস্থিত নাগরিকরাও সঠিকভাবে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার শপথ করেন। অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত হলফনামার তথ্য সম্বলিত লিফলেট এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের পূর্বে ভোটারদের করণীয় বিষয়ক প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

বরিশাল: 'আসুন দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ বরিশাল গড়ি' এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে বরিশাল সনাক ও সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) যৌথভাবে ১ জুন অশ্বিনীকুমার হলে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মেয়র পদপ্রার্থীদের সাথে জনতার মুখোমুখি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সুজন বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আক্কাস হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সনাক সদস্য অ্যাডভোকেট মানবেন্দ্র বটব্যাল-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুজন-এর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক সভাপতি প্রফেসর এম. মোয়াজ্জেম হোসেন। অনুষ্ঠানে মেয়র নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী তিন পদপ্রার্থী মো. আহসান হাবিব কামাল, মাহমুদুল হক খান মামুন ও মো. শওকত হোসেন হিরণ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা: 'খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কোন অনিয়ম, দুর্নীতি সহ্য করা করা হবে না। নগর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।' সনাক খুলনার আয়োজনে এক মুক্ত সংলাপে মেয়র প্রার্থীরা এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ৮ জুন নগরীর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি, নাগরিক ফোরাম, সুজন ও রূপান্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত মুক্ত সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সনাক, খুলনার সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ জাফর ইমাম এবং সঞ্চালনা করেন সনাক সহ-সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির। মেয়র প্রার্থী ও সদ্য বিদায়ী মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, খুলনার জনগণ আমাকে পুনরায় নির্বাচিত করলে অসমাপ্ত কাজ শেষ করে খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে আধুনিক নগরীতে পরিণত করব। মেয়র প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম মধু বলেন, আমি মেয়র নির্বাচিত হলে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক উন্নয়নে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করব।

গাজীপুর: গত ২০ জুন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে গাজীপুর সনাক ও সুজনের যৌথ উদ্যোগে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. আজমত উল্লাহ খান, অধ্যাপক এম এ মান্নান, ডা. নাজিম উদ্দিন, মো. মেজবাহ উদ্দিন সরকার রুবেল এবং রীনা

সুলতানা। সনাক সভাপতি অধ্যাপক মো. শহীদ উল্যার সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মো. আয়েশ উদ্দিন। অ্যাডভোকেট আজমত উল্লাহ খান দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত আধুনিক মহানগর গঠনপূর্বক নাগরিক সেবা বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন টিআইবি'র অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক রঞ্জনেশ্বর হালদার, সুজন গাজীপুরের সভাপতি অধ্যাপক মুকুল কুমার মল্লিক। অনুষ্ঠানে উন্মুক্ত প্রশ্ন-উত্তর পর্ব সঞ্চালনা করেন সুজন-এর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার।

সিলেট: সিলেট সনাক ও সুজন-এর যৌথ উদ্যোগে সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে ৮ জুলাই নগরের সিলেট অডিটোরিয়ামে মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে 'যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন' শীর্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মেয়র পদের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বদরউদ্দিন আহমদ কামরান ও আরিফুল হক চৌধুরী নির্বাচিত হলে সিলেট নগরকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত করার অঙ্গীকার করেন। তাঁরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত নগরবাসীর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সনাক সিলেট-এর সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সুজন-এর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট ডিভিশনের পরিচালক উমা চৌধুরী।

‘বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন: স্থানীয় পর্যায়ে করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা

টিআইবি’র দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন সনাকের উদ্যোগে ২৭ ও ২৮ মে ‘বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন: স্থানীয় পর্যায়ে করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি’র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। সভায় সংশ্লিষ্ট জেলার উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তারা সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ঝালকাঠি: সনাক, ঝালকাঠির উদ্যোগে মতবিনিময় সভা গত ২৭ মে ঝালকাঠি শহরের থানা রোডস্থ সানাই কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সনাক সভাপতি প্রফেসর মো. লাল মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক ছিলেন টিআইবি’র নির্বাহী

পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক মো. শাখাওয়াত হোসেন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে সিভিল সার্জন ডা. মো. মাসুম আলী উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলা প্রশাসক বলেন, শুধুমাত্র আইন করে সমাজ থেকে অনাচার দূর করা সম্ভব নয়। আইনের পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি চাকুরিজীবী, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক আমরা যদি আমাদের উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্বটুকু সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে নিষ্ঠার সাথে পালন করি তাহলেই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব। সনাক সদস্য কামরুন্নেছা আজাদ এর সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক সহ-সভাপতি হেমায়েত উদ্দিন হিমু।

পিরোজপুর: সনাক, পিরোজপুরের উদ্যোগে ২৭ মে স্থানীয় একটি হোটেলের মিলনায়তনে অ্যাডভোকেট এম. এ. মান্নান এর সভাপতিত্বে নাগরিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টিআইবি’র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পিরোজপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট আকরাম হোসেন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. মো. আবদুল গণি। সনাক সভাপতি হোসনে আরা বেগমসহ জেলার সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন।

পটুয়াখালী: সনাক, পটুয়াখালীর উদ্যোগে ২৮ মে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সনাক-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. আবদুর রব আকন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-সার্বিক (চলতি দায়িত্ব) মো. নজরুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এইচ. এম. আজিমুল হক বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় বক্তাগণ বলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার প্রয়োগ, দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করা এবং সর্বোপরি জনগণের সচেতনতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব।

বরগুনা: সনাক, বরগুনার উদ্যোগে ২৮ আরডিএফ টাওয়ার এর আবুল কাসেম কনভেনশন সেন্টারে সনাক সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বরগুনা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার শ্যামল কুমার নাথ, সিভিল সার্জন ডা. এএইচএম জহিরুল ইসলাম ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাবিবুর রহমান। সাংসদ অ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু বলেন, ‘দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ দুর্নীতি করে না, যারা নেতৃত্ব দিয়ে থাকি তাদের কারণে দুর্নীতি হচ্ছে। তাই যারা দেশ পরিচালনায় সম্পৃক্ত তাদের দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে।’ সনাক

সহ-সভাপতি মনির হোসেন কামাল ও সদস্য অ্যাডভোকেট মো. মুনিরুজ্জামান মুনিরের সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক সদস্য অধ্যক্ষ রাজিয়া বেগম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নাগরিক উদ্যোগ

হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৫টি সনাকের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সনাক-এর উদ্যোগে 'রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে যার, নিরাপদ জীবন তার'–এই প্রতিপাদ্যে সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা, তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, স্বেচ্ছায় রক্তদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বক্তারা উচ্চ রক্তচাপসহ স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের নানা দিক তুলে ধরেন। আলোচনায় জনসাধারণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে সুস্থ জাতি গঠনে সবাইকে যথাযথ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এলাকার সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ গ্রহণ করে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বজন, ইয়েস, ইয়েস ফ্রেন্ডস্ এবং এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

কৃতী শিক্ষার্থীদের দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত

এপ্রিল-জুন সময়কালে বগুড়া, চকরিয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, দিনাজপুর, গাজীপুর, ঝিনাইদহ, কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, লক্ষ্মীপুর,

লালমনিরহাট, মধুপুর, ময়মনসিংহ, নাটোর, নীলফামারী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, রাজবাড়ী, সাতক্ষীরা এবং সুনামগঞ্জ সনাকের উদ্যোগে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত এবং অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও কোনো কোনো সনাকের উদ্যোগে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ২০১২ সালে পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও অষ্টম শ্রেণি জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষার কৃতী শিক্ষার্থীদেরও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় আরো বেশি মনোযোগী ও দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় জাগ্রত করাই ছিল এসব অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকল অংশগ্রহণকারীকে দুর্নীতিবিরোধী শপথ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা, ক্ষতিকর প্রভাব এবং দুর্নীতি নির্মূলে তরুণদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীরা নিজেরা দুর্নীতি না করার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, টিআইবি'র পরিচালক ও প্রতিনিধি, শিক্ষক, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

জামালপুরে রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

সনাক জামালপুরের ইয়েস গ্রুপ গত ১৩ জুন জামালপুরে রেলওয়ের সেবার মান বৃদ্ধিতে জামালপুর শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এক মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধনে সনাক সভাপতি অ্যাডভোকেট এইচ আর জাহিদ আনোয়ারসহ অন্যান্য সনাক সদস্য, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সাংবাদিক, স্থানীয় বিভিন্ন সমিতি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার বিপুল সংখ্যক সাধারণ জনগণ হাতে হাত রেখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রেলওয়ের সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের প্রতি অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। মানববন্ধন হতে জামালপুর-ঢাকা লাইনে দুইটি নতুন আন্তঃনগর ট্রেন প্রদান, বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে জামালপুর হয়ে ঢাকা লাইনে প্রস্তাবিত ট্রেন দ্রুত চালু, জামালপুর-ঢাকা লাইনের উন্নয়ন করে দ্রুত গতির ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা, বাহাদুরাবাদ-ফুলছড়ি ঘাট

ডাবল লাইন রেল সেতু নির্মাণ, আন্তঃনগর ট্রেনে জামালপুর জেলার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, জয়দেবপুর-বাহাদুরাবাদ এবং জয়দেবপুর-তারাকান্দি হয়ে বঙ্গবন্ধু সেতুর সংযোগ লাইন ডাবল

লাইনে দ্রুত উন্নীতকরণ; ঢাকা-বাহাদুরাবাদ, ঢাকা-তারাকান্দি, ময়মনসিংহ-বাহাদুরাবাদ এবং ময়মনসিংহ-তারাকান্দি লাইনে লোকাল ট্রেনের বগি বৃদ্ধি, কৃষিপণ্য পরিবহনসহ যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের দাবি জানানো হয়।

রংপুরে আদিবাসীদের অধিকার ও সুশাসন বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সনাক রংপুরের উদ্যোগে ৪ জুন স্থানীয় এক হোটেলে 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সুশাসন' শীর্ষক এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সনাক রংপুর-এর সভাপতি অধ্যাপক মলয় কিশোর ভট্টাচার্য্য এর সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর সনাকের সদস্য মো. তারিকুজ্জামান তারিক। টিআইবি'র পক্ষে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক আল-আমীন মিয়া। প্রবন্ধে সমতলের আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমিসহ অন্যান্য বিষয়ে সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর উন্মুক্ত আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আরো বিস্তারিতভাবে আদিবাসীদের সমস্যা ও সমাধানের উপায় চিহ্নিত করেন। সভায় রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ, রংপুর ও দিনাজপুর সনাক সদস্য ও টিআইবি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

যশোরে দিনব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী বিশেষ প্রচারণা

সনাক যশোর-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপ-এর আয়োজনে ২১ মে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশেষ দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণা পরিচালিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, কলেজ পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতা, কনসেনট্রেশন গেম, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপাল কলেজ প্রাঙ্গণে সকালে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন সনাক যশোরের সদস্য ও প্রাক্তন সভাপতি প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ সুলতান আহমেদ ও উপাধ্যক্ষ জিএম ইকবাল প্রমুখ। 'বাঁধন' এমএম কলেজ ইউনিটের সহযোগিতায় ইয়েস গ্রুপের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তার বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং মেডিসিন ব্যাংক-এর সহযোগিতায় ১৩ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয়। একই দিন বিকালে কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সরকারি এমএম কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি সিটি কলেজ ও ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর-এর শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও দর্শকদের অংশগ্রহণে দুর্নীতিবিরোধী বার্তা প্রেরণ বিষয়ে গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ইয়েস উপ-কমিটির সভাপতি মাসুদুল আলমের সভাপতিত্বে 'দুর্নীতি প্রতিরোধে তরুণ সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডা. আব্দুর রাজ্জাক কলেজ এর অধ্যক্ষ সুলতান আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সনাক যশোরের সদস্য ও প্রাক্তন সভাপতি ড. মুস্তাফিজুর রহমান। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইয়েস সদস্য ও আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক রবিউল ইসলাম রবি। সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন 'পুণশ্চ' যশোরের সদস্যবৃন্দ।

রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সনাক রাঙ্গামাটির উদ্যোগে ২৭ জুন রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি সিভিল সার্জন এবং স্বজন সদস্য ডা. স্নেহ কান্তি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ করেন হাসপাতালের আঞ্চলিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. বিশ্বজিৎ মহাজন, হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক ডা. নিখিল বড়ুয়া এবং নার্সসহ অন্যান্য ডাক্তারগণ। সনাক-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সনাক সহ-সভাপতি মোহম্মদ আলী, সনাক সদস্য চাঁদ রায়, অমলেন্দু হাওলাদার, স্বজন সদস্য বিহারী রঞ্জন চাকমা, মো. আ. মামুন, মুজিবুল হক বুলবুল, গৈরিকা চাকমা প্রমুখ। সনাক সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমার সঞ্চালনায় সভায় সনাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সুপারিশ উপস্থাপন করা হয় এবং সেবার মান বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ করা হয়। আলোচনায় হাসপাতালের শূন্য পদে পদায়ন ও নিয়োগ দানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, বর্তমানে হাসপাতালে কোন ওষুধ সংকট নেই। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নততর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেবার মানোন্নয়নে তাঁদের নানা উদ্যোগ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন। প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন।

পরিস্থিতি যাই হোক আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বদ্ধপরিকর

বগুড়ায় জনগণের মুখোমুখি সভায় পুলিশ সুপার

'রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়েই পুলিশকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। এখন পুলিশদের মাসের অর্ধেকটাই যায় রাজনৈতিক দলের ডাকা হরতালসহ নানা কর্মসূচিতে ডিউটি করতে। যে কারণে পুলিশের রুটিন মাফিক কাজ করা যায় না। তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন জনগণের জানমাল ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বদ্ধপরিকর।'

বগুড়ার পুলিশ সুপার মো. মোজাম্মেল হক (পিপিএম) ২৫ মে বগুড়া পৌরসভা সম্মেলন কক্ষে সনাক বগুড়া আয়োজিত 'জনগণের মুখোমুখি পুলিশ সুপার' শীর্ষক সভায় এসব কথা বলেন। বগুড়া জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো বগুড়া জেলার পুলিশ সুপার মো. মোজাম্মেল হক পিপিএম ও বগুড়া পৌরসভার মেয়র এ কে এম মাহবুবর রহমান জনগণের মুখোমুখি হন। সনাক সহ-সভাপতি মাছুদার রহমান হেলাল এর সভাপতিত্বে এবং ডা: সামির হোসেন মিশু'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) ফারুক হোসেন। অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ও মেয়র আইন শৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। শহরে মাদক ব্যবসাসহ চুরি, ছিনতাই বেড়েছে বলে জানানো হয়। অথচ সে তুলনায় টহল পুলিশ অপ্রতুল। জবাবে পুলিশ সুপার বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী গত ৩ মার্চ শহরে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। সে সময়ে ছয়টি পুলিশ ফাঁড়ি জালিয়ে দেওয়ার কারণে ফাঁড়িগুলোর কার্যক্রম বন্ধ ছিল। বর্তমানে ফাঁড়িগুলোর কার্যক্রম আবারও শুরু হলেও কার্যক্রমে গতি আনতে আরো কিছু সময় লাগবে। সাংস্কতিক ব্যক্তিত্ব আবু সাঈদ বগুড়া পৌরপার্কে সন্ধ্যায় হাঁটার সময় নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। জবাবে পুলিশ সুপার বলেন, এখন থেকে বগুড়া পৌরপার্কে পুলিশি টহল বাড়ানো হবে। সনাকের পক্ষ থেকে প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ততার আহ্বান জানানো হয়।

গাজীপুরে বাল্য বিয়ে থেকে রক্ষা পেল কিশোরী সফুরা

গাজীপুর সদর উপজেলার জে-২৩, পশ্চিম জয়দেবপুরের মরহুম আঃ খালকের মেয়ে সফুরা। লক্ষীপুরা রোডের বাসিন্দা মো. আব্দুর রহিমের ছেলে মো. সিরাজুল ইসলাম (২৭) এর সাথে প্রায় ১৩ বছর বয়সী সফুরার বিয়ে ঠিক হয়। ২১ জানুয়ারি দুই পরিবারের পক্ষ হতে বিয়ের প্রস্তুতি নিলে সনাক, গাজীপুর এবং জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের যৌথ পদক্ষেপে উক্ত বিয়ে বন্ধ হয়। শুধু তাই নয় কিশোরী সফুরার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দিবেন না মর্মে মেয়ের অভিভাবক অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, সনাক গাজীপুরের সদস্য জিমি পারভীনের কাছে এই বাল্য বিয়ের ঘটনা জানিয়ে এলাকার জনৈক ব্যক্তি এর প্রতিকার চাইলে তিনি সাথে সাথে সনাকে কর্মরত টিআইবি'র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককে বিষয়টি অবহিত করেন এবং এ বিয়ে বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। সনাক গাজীপুরের পক্ষ থেকে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে জানিয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করা হয়। পরবর্তীতে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম অফিসার শাহানা পারভীন এবং টিআইবি'র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. রাশিদুজ্জামান (লিটন) এর হস্তক্ষেপে এবং জয়দেরপুর থানা পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে বিয়ে বন্ধ করে কনে পক্ষের কাছে থেকে এ অঙ্গীকারনামা আদায় করা হয়। গাজীপুর পৌরসভা কর্তৃক ৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ইস্যুকৃত সংশোধিত জন্ম সনদ অনুযায়ী কনের বর্তমান বয়স ১৬ বছর ৫ মাস, যা তার প্রকৃত বয়সের চেয়ে বেশি বলে উপস্থিত সকলের কাছেই প্রতীয়মান হয়। জয়দেবপুর থানার সহকারী পরিদর্শক এবং সম্পাদিত অঙ্গীকারনামার সাক্ষী মাহাবুবুর রহমান হামিদ এই বাল্য বিয়ে কোনক্রমে গোপনেও যাতে সম্পন্ন না হয় সেই ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি অব্যাহত রাখবেন বলে জানান।

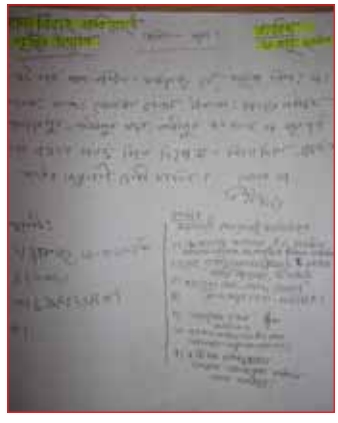

পথনাটক

১৮ এপ্রিল ঢাকা ইয়েস নাট্যদল তাদের তৃতীয় প্রযোজনা "তথ্যই পথ্য" নাটকের প্রদর্শনীর আয়োজন করে। রায়ের বাজার বদ্ধভূমির সামনে এটি মঞ্চায়িত হয়। নাটকটিতে মুলত তথ্য অধিকার আইন এর প্রয়োগ, নদী দখল, ভূমি বাণিজ্য এসব বিষয়ে অনিয়মগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় ২ শত দর্শক নাটকটি উপভোগ করেন।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী

ইয়েস গ্রুপ- রোকেয়া হলের উদ্যোগে ২৫ ও ২৬ এপ্রিল দুইদিন ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়। এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ইয়েস উপদেষ্টা লাফিফা জামাল। হলের ছাত্রীরা প্রদর্শনীটি আগ্রহের সাথে উপভোগ করে। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা ও বোঝার জন্য এ ধরনের প্রদর্শনী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে জানায়।

মানববন্ধন

টিআইবি'র সহযোগিতায় ৩০ এপ্রিল ইয়েস গ্রুপ- ইবাইস ইউনিভার্সিটি তাদের ধানমন্ডি ক্যাম্পাস সংলগ্ন ফুটপাথে সাভার রানা প্লাজা বিপর্যয়ের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে এক মানববন্ধনের আয়োজন করে। সমসাময়িক সামাজিক সংকটকে তুলে ধরে ইয়েস সদস্যদের নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত এ মানববন্ধনে ইবাইস ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষকসহ আশেপাশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে। মানববন্ধনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া, তাদের করুণ পরিণতি, পিতা-মাতা-সন্তান-স্বজন-সুহৃদ এর হাহাকার তুলে ধরা এবং এর ভয়াবহতা থেকে উত্তরণের বিষয়ে জনমত তৈরির লক্ষ্যে সংঘটিত এ মানববন্ধনে দেড় শতাধিক জনের অধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

পাঠচক্র

১৩ জুন উত্তরা ইউনিভার্সিটির ইয়েস গ্রুপ "দুর্নীতি ও বাংলাদেশ" শিরোনামে একটি পাঠচক্রের আয়োজন করে। টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার রেজাউল করিম একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে ইয়েস সদস্যদের মাঝে দুর্নীতি কী এবং বাংলাদেশে এর বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। এছাড়া পাঠচক্রে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন ক্যাম্পেইন ও টিআইবি'র বিভিন্ন কার্যক্রমের বিশদ আলোচনা করা হয়।

ইউনিভার্সিটির ক্লাব ডে-এর অনুষ্ঠানে ইউল্যাব ইয়েস গ্রুপের অংশগ্রহণ

২০ জুন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এর ক্লাব ডে'র অনুষ্ঠানে ইয়েস গ্রুপ- ইউল্যাব অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে ইউল্যাব এর ক্লাবসমূহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামনে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা তুলে ধরে। ইয়েস গ্রুপের পক্ষ থেকে ইয়েস দলনেতা তাদের কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

দুর্নীতি প্রতিরোধের কৌশল জানা ও এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন এবং কৌশল রপ্ত করতেই ২৮ জুন ইয়েস গ্রুপ- ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি "কার্যকর যোগাযোগ কৌশল ও দুর্নীতিবিরোধী ক্যাম্পেইন" বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করে। দিনব্যাপী কর্মশালাটি পরিচালনা করেন টিআইবি'র আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার এম. সাজ্জাদ হুসেইন। যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম, টুল, পদ্ধতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর ইয়েস সদস্যরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দুটি দুর্নীতিবিরোধী ক্যাম্পেইনের খসড়া কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এ আয়োজনে ইয়েস সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইয়েস উপদেষ্টা কামরুল হাসান ও টিআইবি কর্মকর্তাগণ।

জাবিসাস ও টিআইবি'র দুর্নীতিবিরোধী অনুষ্ঠান

স্বাধীনতা দিবস ২০১৩ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (জাবিসাস) এর ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইয়েস গ্রুপ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জাবিসাস যৌথভাবে সদস্যবৃন্দ ৪, ৫ ও ৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দুর্নীতিবিরোধী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জহির রায়হান অডিটোরিয়ামে কার্টুন প্রদর্শনী ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং ক্যাফেটেরিয়া চত্বরে গেইম শো'র আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 'ক্যাম্পাস সাংবাদিকতায় ঝুঁকি ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেলিম-আল-দীন মুক্তমঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। প্রায় ৩ হাজার তরুণ দর্শক, শিক্ষার্থী-শিক্ষক, সাংবাদিক ও অতিথিবৃন্দ জাবিসাস'র প্রামান্যচিত্র এবং টিআইবি'র দুর্নীতিবিরোধী স্বল্প-দৈর্ঘ্য টেলিভিশন বার্তাসমূহ উপভোগ করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক কার্যক্রম পরিচালিত

৩০ জুন ২০১৩ ইয়েস, উত্তরা ইউনিভার্সিটি'র উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক কর্মসূচি পরিচালিত হয়। ইয়েস সদস্যরা হাসপাতালে সেবা নিতে আসা মানুষদের বিভিন্ন সেবার মূল্য, কোন সেবা কোথায় পাওয়া যায়, ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র, সমাজসেবা কার্যালয় ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। ৪ দিনের এ কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশ থেকে স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসা ৪,৯০০ জন নিম্ন আয়ের মানুষ ইয়েস সদস্যদের পরিচালিত এ কার্যক্রম থেকে সেবা নিয়ে উপকৃত হন। এছাড়া ইয়েস সদস্যরা হাসপাতালের সেবা সম্পর্কিত ৩,০০০ তথ্যপত্র বিতরণ করে। উল্লেখ্য, দেশের সর্ববৃহৎ এ হাসপাতালে সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

পুস্তক পর্যালোচনা

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন

'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন' বইটি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) থেকে প্রকাশিত 'গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট: ক্লাইমেট চেঞ্জ' এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ সংকলনটি বাংলাদেশে প্রকাশ করেছে টিআইবি। বইটি টিআই'র জলবায়ু সংক্রান্ত প্রথম প্রকাশনা। বইটিতে পঞ্চাশেরও বেশি জলবায়ু বিশেষজ্ঞ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্র, বিশেষ করে শাসন ব্যবস্থা, প্রশমন, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন এবং বনায়ন ব্যবস্থাপনার দুর্নীতির ঝুঁকিসমূহ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বইটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও দাতা সংস্থার কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে।

বর্ণমালায় নীতিকথা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক প্রকাশিত 'বর্ণমালায় নীতিকথা' প্রকাশনাটি বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের মাঝে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাটিতে নীতিকথা সম্বলিত ছড়া, প্রবাদ/প্রবচন-এর মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালার সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার একটি প্রয়াস। টিআইবি'র প্রত্যাশা এই পুস্তিকাটি আজকের শিশু-কিশোরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, সামাজিক কার্যকলাপে এবং পেশাগত জীবনে স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতার প্রতিফলন ঘটাতে সহায়ক হবে।

নির্বাহী সম্পাদক: মীর আহসান হাবীব

সম্পাদনা পরিষদ: শাহজাদা এম. আকরাম, জাহিদুল ইসলাম, খালেদা আক্তার, সৈয়দা আমিরুন নূজহাত ও ইয়াসমীন আরা বেবী
সহযোগিতায়: আতিয়া আফরিন, লিপি আমেনা, জামিলা বুপাশা, দিলরুবা বেগম, মোঃ মনিরুজ্জামান, বরকত উল্লাহ বাবু, মোঃ সাইফুল আলম, মামুন আঃ কাইউম ও মাসুম বিল্লাহ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ওয়েভস: টিআইবি নিউজলেটার
বাড়ি - ১৪১, রোড - ১২, ব্লক - ই, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: advocacy@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

দুর্নীতি থামান ...এখনই